বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

বর্ষ-০৪ সংখ্যা-০৪

এপ্রিল – জুন ২০১৯

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর 'জাতীয় পরিবেশ পদক-২০১৯' অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামকে 'প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন' ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক-২০১৯ প্রদান করা হয়। বিএফআরআই কর্তৃক কঞ্চি-কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁশচাষ, বিচ্ছিন্ন জার্ম টিউব (অঙ্কুর নল) থেকে পলিব্যাগে তালের চারা উত্তোলন কৌশল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে গ্রামীণ বসতবাড়ি নির্মাণ সামগ্রীর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, পানবরজে ব্যবহৃত বাঁশের শলা, খুঁটি, কাইম, ইত্যাদির ব্যাবহারিক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ পদ্ধতি, সৌরশক্তির সাহায্যে কাঠ শুষ্কীকরণ, কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলি নির্ণয়, আসবাবপত্র ও অন্যান্য কাজে রাবার কাঠের ব্যবহার, নিম্নমানের পাট হতে উন্নতমানের মণ্ড তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া বিএফআরআই বাঁশ দ্বারা টাইলস এবং আসবাবপত্র তৈরির কৌশল, সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড তৈরির পদ্ধতি, আগর কাঠ হতে আগর তেল নিষ্কাশনের প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতীকরণ করেছে। কেওড়া কাঠ দিয়ে হার্ডবোর্ড তৈরির প্রযুক্তি, ফেলনা কাঠ দ্বারা আকর্ষণীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরির প্রযুক্তি, উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, যা পরিবেশবান্ধব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৃজিত রাবার গাছের আয়তন নির্ণয়ের গাণিতিক মডেল (তথ্যপ্রযুক্তি) উদ্ভাবনে বিএফআরআই বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সুন্দরবনের খলসি প্রজাতির বনায়ন কৌশল, নতুন প্রতিষ্ঠিত বেড়িবাঁধে বনায়নের কৌশল উদ্ভাবন করে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদানের জন্য গত ২০ জুন ২০১৯ খ্রি. বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতারের হাতে উক্ত পরিবেশ পদক তুলে দেন। জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্তি বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ পুরস্কার বিএফআরআই-এর বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজকে আরও গতিশীল করতে উৎসাহিত করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পদক গ্রহণ করছেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বিএফআরআই-এর গবেষণা-কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এম.পি., উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার, এম.পি., সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরীসহ অন্য অতিথিবৃন্দ বিএফআরআই-এর গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের নার্সারি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়। গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার। তিনি বলেন : এখানে ২২১টি দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় ভেষজ উদ্ভিদ প্রজাতির সমৃদ্ধ জার্মপ্লাজম সেন্টার আছে। এছাড়া এখানে ধূপ ও চন্দনের নার্সারি উত্তোলন কৌশল-বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এরপর পর্যায়ক্রমে বীজ বাগান বিভাগের নার্সারি, সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের নার্সারি ও গ্রিনহাউজ, কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ, কাষ্ঠ যোজনা বিভাগের বাঁশের যোজিত পণ্য দ্বারা তৈরি ফার্নিচার, প্রযুক্তি পার্ক, ব্যাম্বুসেটাম এবং 'বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিএফআরআই এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নার্সারিতে উত্তোলিত বিভিন্ন বৃক্ষপ্রজাতির চারা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বিএফআরআই ক্যাম্পাসে মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক যথাক্রমে বৈলাম, মহুয়া, ধূপ, চম্পা এবং বুদ্ধ নারিকেল-এর চারা রোপণ করেন ।

মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, প্রধান বন সংরক্ষক ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বিএফআরআই-এর গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

পরিদর্শনশেষে অতিথিবৃন্দ বিএফআরআই-এর অডিটোরিয়ামে ইনস্টিটিউট-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিএফআরআই-এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন এম.পি.; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার এম.পি.। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী, বিএফআরআই-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিএফআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, রিসার্চ অফিসার এবং অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বিএফআরআই-এর কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, সাফল্য ও অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত বাঁশের যোজিত পণ্য যেমন : চেয়ার, টেবিল, দরজা, আলমারি, পার্টিকেল বোর্ড ইত্যাদি দেখতে অনেক চমৎকার এবং এর মানও অনেক উন্নত। এগুলোর মান আরও উন্নত করে কীভাবে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা যায় এ-বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ লাগসই প্রযুক্তিগুলো সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আরও নতুন নতুন গবেষণা-কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গবেষকদের অনুরোধ করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিএফআরআই-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২০ জুন ২০১৯ খ্রি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও বিএফআরআই-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এম.পি.; উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার, এম.পি. ও সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী। এ ছাড়া পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. বিল্লাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব ড. এস.এম মঞ্জুরুল হান্নান খান, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) ড. নুরুল কাদির, অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম, অতিরিক্ত সচিব জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (বন অধিশাখা) জনাব খোরশেদা ইয়াসমীন, যুগ্ম সচিব (পরিবেশ অধিশাখা-২) জনাব কেয়া খান, যুগ্ম সচিব (আইন) জনাব মো. আবদুর রহিম, উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) জনাব শিখা সরকার ও উপসচিব জনাব সামসুর রহমান খান চুক্তি-স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এবং বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়ের সাথে বিএফআরআই এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, শুধু চুক্তি স্বাক্ষর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে গুরুত্বসহকারে কাজ করতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সবার জবাবদিহি বাড়বে এবং সঠিক সময়ে কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করতে হবে।

বিএফআরআই-এ "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল"-শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. হতে ১৯ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ১ম শ্রেণির ২৩ জন কর্মকর্তা, ২য় শ্রেণির ২৭ জন কর্মকর্তা, ৩য় শ্রেণির ৮৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার।

বিশেষ অতিথি তাঁর প্রায় প্রতিটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ একটি জাতীয় কর্মসূচি। তাই এটি অর্জনে সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যেহেতু চাকুরি করি তাই সবাইকে চাকুরি ক্ষেত্রে শুদ্ধ হতে হবে। এ শুদ্ধাচার অনুশীলন শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, নিজে এবং নিজের পরিবারের জন্য। সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্ম একটি সত্যিকারের 'সোনার বাংলা' পাবে। সবাইকে এ-লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের আচার-আচরণের মধ্যে এক ধরনের অবক্ষয় দেখা দেওয়ায় শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সততা ও নৈতিকতার অভাবে দেশের সঠিক উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না। চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গতিশীল উন্নয়নের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিগত ৩ বছর যাবৎ শুদ্ধাচারের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে উন্নত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা। আমাদের সচেতন হয়ে নিজ-নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ-সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পটভূমি, প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের লক্ষ্য এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পদ্ধতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অন্যান্য পদক্ষেপ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিএফআরআই-এর কর্মকৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান এবং জনাব অসীম কুমার পাল।

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে এবং রাঙ্গামাটির লংগদুতে বিএফআরআই-এর ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ১২-১৫ মে ২০১৯ খ্রি. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়িতে এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদুতে বিএফআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, বেত চাষ এবং আগর চাষ বিষয়ক চারটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকছড়িতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিকছড়ি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব কাওসার আহমেদ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন আগর হচ্ছে তরল সোনা। বিদেশে আগর তেলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আগর চাষ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। বিএফআরআই-এর বিজ্ঞানীবৃন্দ আগর-এর উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর মানোন্নয়নে গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে কম সময়ে অধিক তেল নিষ্কাশন ও সাশ্রয়ী আগর তেল নিষ্কাশন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে বিএফআরআই সম্পূর্ণ গাছে আগর সঞ্চয়নের উপর গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমরা যদি সঠিকভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আগরের উৎপাদন বাড়াতে পারি তা হলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আগর চাষিরা বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আগর চাষ করলে আগরের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবেন, যা তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

লংগদুতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লংগদু গুলশাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মো. আবু নাসির। আগর সঞ্চয়ন, নিষ্কাশন ও মান নির্ধারণ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। বেত-চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের রিসার্চ অফিসার জনাব মো. শাহ আলম এবং কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর জনাব সাইফুল আলম মো. তারেক।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বিএফআরআই-এর গবেষণা-কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মতবিনিময়

গত ০৯ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম বিএফআরআই পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের গবেষণা-কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রথমে তিনি ইনস্টিটিউট-এর পূর্ব পাহাড় এবং পশ্চিম পাহাড়ে অবস্থিত বিএফআরআই এর আবাসিক ভবন পরিদর্শন করেন। 'বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে'র সহায়তায় "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিএফআরআই-এর স্কুল মাঠসংলগ্ন চলমান রাস্তা উন্নয়নের কাজ, স্কুল মাঠের ভূমি উন্নয়নের কাজ এবং গাইড ওয়াল নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন। কাজগুলো যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং মানসম্মতভাবে বাস্তবায়িত হয় সে-বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর ইনস্টিটিউটের পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম। সভায় আরও

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং বিএফআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও সিনিয়র রিসার্চ অফিসারগণ। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিভাগের অধীন চলমান গবেষণা স্টাডির অগ্রগতি এবং প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিএফআরআই-এ জলবায়ু প্রকল্পের পরিচিতিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ''জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন'' প্রকল্পের পরিচিতিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই-এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব দীপক কান্তি পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব মো. মোখতার আহমেদ, পরিচালক (উপসচিব), পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও নেগোসিয়েশন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, জনাব মো. আলমগীর, উপ-সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও বিএফআরআই-এর বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক ড. মো. জগলুল হোসেন, রাবার বিভাগ চট্টগ্রাম জোনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. মোকছেদুর রহমান, পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম-এর পরিচালক জনাব মো. মোয়াজ্জম হোসাইনসহ বিএফআরআই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেন : বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বনের সামান্য অংশ নির্গমন করলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত দেশের ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার প্রথম সারিতে এর অবস্থান। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিএফআরআই ক্যাম্পাসের অবকাঠামো উন্নয়ন ও টেকসই করার লক্ষ্যে এ-প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ এর অবকাঠামোসমূহ রক্ষা করা, ক্যাম্পাসের পাহাড়ি ভূমি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সরকারি সম্পদ রক্ষা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান তৈরি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বনায়নের মাধ্যমে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয়রোধ করা সম্ভবপর হবে।

বিশেষ অতিথি জনাব মো. মোখতার আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রামের ষোলশহরে অবস্থিত এ-ক্যাম্পাস প্রাকৃতিকভাবে নয়নাভিরাম জীববৈচিত্র্য ও বনবৃক্ষে পরিপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পাহাড়-ধস ঠেকানো এবং ভূমির ক্ষয়রোধকল্পে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে'র অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি এ-

প্রকল্প পরিচিতিমূলক কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। বিশেষ অতিথি জনাব মো. আলমগীর বলেন, নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা একটি চ্যালেঞ্জ। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম তেমন একটা নেই। যেহেতু বিএফআরআই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ মোকাবিলায় এবং বন্যপ্রাণীসহ বৃক্ষপ্রজাতি সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে চলেছে, কিন্তু এর নিজস্ব অবকাঠামোই হুমকির সম্মুখীন, তাই এর অবকাঠামোসমূহ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এ প্রকল্পটি অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিএফআরআই-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়-ধস প্রতিরোধ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জন সম্ভবপর হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিএফআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বনজ সম্পদের উপর চাপ কমবে এবং প্রকৃতি বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে; যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা কিছুটা হলেও সহজ হবে। যেহেতু বিএফআরআই জীববৈচিত্র্যে ভরপুর, সবুজ পাহাড়-ঘেরা মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে অনেক দর্শনার্থী, গবেষক ও শিক্ষার্থী আসেন। তাই এ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে বন্যপ্রাণী, পাখিসহ বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতির আধার হিসেবে গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ।

বিএফআরআই-এ নতুন কর্মকর্তাদের যোগদান

এয়াকুব আলী | তন্ময় দে | গোলাম মোস্তফা চৌধুরী | তুষার কুমার রায় | সঞ্জয় দাশ | মো. আকরামুল ইসলাম | রেক্সোনা খানম

সম্প্রতি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে একজন পাবলিসিটি অফিসার ও পাঁচজন রিসার্চ অফিসার এবং একজন ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর যোগদান করেছেন। সবাই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীন ৩৬তম বিসিএস-এর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। নতুন কর্মকর্তাদের যোগদানের ফলে বিএফআরআই-এর গবেষণা কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি পরিচিতি-বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপার জনাব মো. আলমগীর কবীর।

কর্মশালায় উক্ত জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, আইনজীবী সমিতি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি এবং ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। কর্মশালায় বনজ সম্পদ উইং ও বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে মণ্ড ও কাগজ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজী বিশ্বাস এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, উদ্দেশ্যসমূহ, চলমান গবেষণা কর্মকাণ্ড এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দরভাবে কর্মশালাটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য জেলা প্রশাসন ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২১ মে ২০১৯ খ্রি. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলার ওয়াজ্ঞা এলাকার সাক্রাছড়ি জুনিয়র হাইস্কুলে বিএফআরআই-এর রাসায়নিক সংরক্ষণ প্রয়োগে বনজ দ্রব্যের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ, কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ এবং তালের চারা উত্তোলন কৌশল-বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমান এবং রিসার্চ অফিসার জনাব আবদুস সালাম ও জনাব মো. মিজান-উল হক। প্রশিক্ষণশেষে পরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির চারা বিতরণ করেন।

বিএফআরআই-এ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১৬-১৭ জুন ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই এ দুই দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগাম এর সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ইনোভেশন টিমের আহ্বায়ক ও সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত কর্মশালায় সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা-গ্রহণকারীদের সেবার মান উন্নত করা এবং স্বল্প পরিশ্রমে সেবাগ্রহীতাদের কীভাবে সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেবা প্রদানকারী হিসেবে আমাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সেবার মান উন্নত করে কীভাবে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছানো যায় সেই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ বিষয়গুলোর উপর বিশদ আলোচনা করেন a2i-এর Capacity Development Associate জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

আকাশমণি গাছের পুষ্পরেণু জনস্বাস্থ্যের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে কি না এ-বিষয়ে বিএফআরআই-এর গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশসমূহ

আকাশমনি *(Acacia auriculiformis)* লিগিউম গোত্রের দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষ। এটি পাপুয়া নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম প্রজাতি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮০-৮১ খ্রি. এ প্রজাতির পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করে এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে বন বিভাগ এ-প্রজাতির বনায়ন কাজ শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠ ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটানোর জন্য বসতবাড়ি, জমির আইল ও অনাবাদি জমিতে অধিক হারে বনায়ন করা হচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে ব্যাপকহারে চারা গজানোর কারণে এটি আগ্রাসী প্রজাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। আকাশমনি চারা রোপনের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে গাছে ফুল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বছরে দুইবার (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এবং (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) ফুল ধারণ করলেও সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ফুল ফোটে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে। ফুল ফোটার সময় প্রচুর পরিমাণে পুষ্পরেণুর সৃষ্টি হয় যা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আকাশমনির পুষ্পরেণু অপেক্ষাকৃত ভারী ও আঠালো ধরণের। এটি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ দ্বারা বাহিত হয়ে পরাগায়ন ঘটায়। বিএফআরআই এর গবেষণায় পুষ্পরেণুর বিস্তার ১৫ থেকে ২০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, উদ্ভিদের পুষ্পরেণুর প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে নানা প্রকার অ্যালার্জি জনিত উপসর্গ দেখা দেয়। বাতাসে ভেসে বেড়ানো পরাগরেণু বিভিন্ন আল্যার্জি রোগের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বায়ু বাহিত পুষ্পরেণুর মাধ্যমে অ্যালার্জি ঘটিত রোগবালাই এর মধ্যে রয়েছে হে-জ্বর (hay fever/এলার্জি রাইনিটিজ), আর্টিকারিয়া, একজিমা, অ্যাজমা ইত্যাদি। বায়ু বাহিত পুষ্পরেণুগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে অ্যালার্জির সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তখন কিছু সংখ্যক পুষ্পরেণু বায়ুর সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে। তথ্য মতে, ৩-৫০টি পুষ্পরেণু hey-fever জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ করতে যথেষ্ট। পুষ্পরেণু ঘটিত অ্যালার্জির লক্ষণগুলো প্রধানত নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখে ও নাকে চুলকানি, সুড়সুড়ি, বারবার হাঁচি এবং পরিশেষে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

গবেষণা কার্যক্রম

উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে হালনাগাদ তথ্যসংগ্রহের লক্ষ্যে সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের আকাশমনি-অধ্যুষিত পাঁচটি অঞ্চলে পিআরএ (Participatory Rural Appraisal) এবং দশটি এলাকায় সরাসরি পরিদর্শন ও স্থানীয় লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। স্থানীয় জনগণ বিশেষত যারা আকাশমনি বাগানের পাশে বসবাসকারী, বীজ ব্যবসায়ী, বীজ সংগ্রহকারী, নার্সারি মালিক, ব্যক্তিমালিকানায় বনায়নকারী, ব্যক্তি পর্যায়ে বনায়নে সহযোগী/কর্মী, বিএফআরআই ও বন বিভাগের কর্মচারী, কাঠ ব্যবসায়ী, আসবাবপত্র ব্যবসায়ী, আসবাবপত্র নির্মাণকারী ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল এবং গাজীপুরে পিআরএ-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া তথ্যকে আরও অধিকতর যুক্তিসংগত করার জন্য আকাশমনির গাছ বেশি দেখা যায় এমন জায়গা যেমন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইছামতি, রাঙ্গুনিয়া, শেখ রাসেল এভিয়ারী পার্ক, রাউজান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জ, উখিয়া রেঞ্জ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, জলছত্র, গাছাবাড়ী, মধুপুর, টাঙ্গাইল ইত্যাদি এলাকার স্থানীয় লোকদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে, অ্যালার্জি-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত গ্রহণ করা হয়। ডাক্তার-এর মতামত অনুযায়ী বর্ষার সময় ও শীতের সময় অ্যালার্জি রোগী বেশি পাওয়া যায়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তেমন একটা অ্যালার্জি-রোগী আসে না। আকাশমনির পুষ্পরেণুর কারণেই অ্যালার্জি হয় কি-া এমন তথ্য তাঁর জানা নাই। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত মাধ্যাকর্ষণ স্লাইড পদ্ধতির মাধ্যমে আকাশমনির বিস্তার নিরূপণপূর্বক গবেষণালব্ধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফল

বিএফআরআই কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ফলাফলে দেখা যায়-যে বাংলাদেশে আকাশমনি পুষ্পরেণুজনিত সংবেদনশীলতা ১.২৪%। উল্লেখ্য, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ৩১ প্রজাতির পুষ্পরেণুর অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা করে ১৮ প্রজাতির পুষ্পরেণু অ্যালার্জিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আকাশমনির কারণে ১৪৭ জনের মধ্যে ২.৭২% লোকের ২+ থেকে ৩+ মাত্রার অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া এবং ১৭.৬৮% লোকের ১+ মাত্রার অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় (Boral *et al.*, 2004)| Ghosal *et al.* (2015a) সমগ্র ভারতে বায়ু বাহিত অ্যালার্জিক পোলেন-এর উপর একটি রিভিউ পেপার হতে দেখা যায় যে, আকাশমনির পুষ্পরেণু ভারতের মধ্য অঞ্চলে অন্যতম প্রধান রেণুঘটিত অ্যালার্জির জন্য দায়ী। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর শহরে ৩টি প্রজাতি *Acacia auriculiformis, Eucalyptus citriodera, Madhuca indica*-এর aerobiological survey করা হয়। এই ৩টি প্রজাতির অ্যালার্জিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার পর সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইউক্যালিপটাস (৩৪.০৪%), মহুয়া (২২.৯৩%) এবং সর্বনিম্ন আকাশমনিতে (২১.৮৭%) (Boral and Bhattacharya, 2000)।

সুপারিশমালা

১। এ সমস্যা প্রতিকারে স্থানীয় জনসাধারণ যাদের মধ্যে অ্যালার্জিক রাইনেটিস অথবা অ্যাজমা আছে তাদের skin prick test করে পুষ্পরেণু allergenicity পরীক্ষা করা এবং allergenicity-এর দায়ী পুষ্পরেণু সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি শনাক্তকরণের মাধ্যমে অ্যালার্জি উৎপাদক উদ্ভিদের তালিকা প্রণয়ণ করা যেতে পারে।

২। সংবেদনশীল ব্যক্তির বসতবাড়ির আশেপাশে পরাগরেণু ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য ফুল ফোটার পূর্বেই গাছের ডালপালা ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৩। রাস্তার পাশে, বসতবাড়ি, দোকান-পাট এবং বাজারের অতি সন্নিকটে আকাশমনি গাছ লাগানো নিরুৎসাহিত করা উচিত।

৪। একক বাগান (monoculture) অথবা কোনো প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে আকাশমনি গাছ লাগানো উচিত নয়; কারণ এ-গাছের বীজ মাটিতে পড়ে প্রাকৃতিক চারা (natural regeneration) জন্মায়; যা প্রাকৃতিক বনের পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৫। বিশেষ করে ক্ষয়প্রাপ্ত (degraded) পাহাড়ি বনাঞ্চলে ১০-২০ ভাগ আকাশমনি গাছ লাগিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিভিন্ন পরিবেশ-দূষণের পাশাপাশি অনেক অ্যালার্জি-উৎপাদক উদ্ভিদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ায় অ্যালার্জি সমস্যাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট পুষ্পরেণু বিষয়ক তথ্য, এন্টিজেন উৎপাদন এবং পুষ্পরেণু ঘটিত অ্যালার্জি ও চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

উৎস : সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ

নোয়াখালী জেলায় বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি পরিচিতি-বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জুন ২০১৯ খ্রি. নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদর রহমান। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব তন্ময় দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব দীপক জ্যোতি খীসা।

নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নোয়াখালী জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা, জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক এবং বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসকাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন 'প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটে'র আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। কর্মশালায় বনজসম্পদ উইং ও বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান।

বিএফআরআই এ বিএফআইডিসি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "কাষ্ঠ শুষ্কীকরণ ও কাষ্ঠ সংরক্ষণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ০৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর বিভিন্ন শিল্প ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "কাষ্ঠ শুষ্কীকরণ ও কাষ্ঠ সংরক্ষণ" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট-এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে বিএফআরআই-এর গবেষণালব্ধ ফলাফল বিএফআইডিসি ব্যবহার করতে পারে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ-সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কাষ্ঠ শুষ্কীকরণ, কাঠ শুকানোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা, পদ্ধতি, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের কাষ্ঠ শুষ্কীকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজী বিশ্বাস। সৌরচুল্লি ও বাষ্পচালিত চুল্লির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালননীতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আক্তার হোসেন এবং বিভিন্ন কাঠ বিশেষ করে রাবার কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রিসার্চ অফিসার জনাব উম্মে কুলচুম রোকেয়া। রাবার কাঠ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি, রাসায়নিক সংরক্ষণী দ্রব্যের প্রয়োগ পদ্ধতি, কাঠ শুকানোর ব্যাবহারিক প্রক্রিয়াসহ হাতে-কলমে রাসায়নিক সংরক্ষণী দ্রবণ তৈরির কৌশল ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আবদুস সালাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা ড. খুরশীদ আকতার	- পরিচালক	ড. মো. মাসুদুর রহমান	- মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহ্বায়ক	অসীম কুমার পাল	- সদস্য সচিব
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	এয়াকুব আলী	- সদস্য
মো. ছৈয়দুল আলম	- সদস্য		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮